স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

উত্তরণের ২ বছর

জানুয়ারি ২০০৯ - ডিসেম্বর ২০১০

মহাজোট সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার পালনে এলজিইডি'র ভূমিকা

'ভোট ও ভাতের অধিকার/দারিদ্র্য বিমোচনের হাতিয়ার' ছিল নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে আওয়ামী লীগের মুখ্য স্লোগান। এ স্লোগানকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের নিমিত্তে নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮ প্রচারের মাধ্যমে জাতির কাছে তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিসমূহ তুলে ধরে যা আপামর জনসাধারণের কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত হয় এবং আওয়ামী লীগ তথা মহাজোট ২০০৮ এর সংসদ নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাধিক্যে জয় লাভ করে দু'বছর আগে সরকার গঠন করে। ইশতেহারে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার ব্রতে আগামী ২০২১ সালে বাংলাদেশকে কেমন দেখতে চাই তারই একটি রূপকল্প প্রদানের মাধ্যমে জাতির সামনে 'দিন বদলের' সনদ তুলে ধরা হয়। এ ইশতেহারে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের অন্যান্য বিষয়ের সংগে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, দারিদ্র্য বিমোচনের প্রধান কৌশল হিসাবে কৃষি ও পল্লী জীবনে গতিশীলতা আনা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালীকরণ, পরিবেশ ও পানি সম্পদ রক্ষা, মানব উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, অনগ্রসর অঞ্চলসমূহের উন্নয়ন এবং অবশ্যই যোগাযোগ ও ভৌত কাঠামো উন্নয়নকে বিশেষভাবে অঙ্গীকারভুক্ত করা হয়। ২০০৯ সালের ৬ই জানুয়ারী সরকার পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণের পর হতে জননেত্রী শেখ হাসিনার সবল এবং সফল নেতৃত্বে মহাজোট সরকার প্রদত্ত সকল অঙ্গীকারসমূহ পালনে আত্মনিয়োগ করেছে। জাতির ন্যায্য এবং ন্যূনতম

অধিকার প্রতিষ্ঠায় উজ্জীবিত এ মহাজোট সরকারের জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার যাত্রাপথে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এক উদ্দীপ্ত সহযোগী। অতি গুরুত্বপূর্ণ এসব বিষয়েই বর্তমান সরকারের সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট রূপকল্প বাস্তবায়নে নেতৃত্বের বলিষ্ঠতা এবং দায়িত্বপালনে একনিষ্ঠ বলে সমধিক পরিচিত এলজিইডি নামের তৃণমূলের সংগে ঘনিষ্ঠ এ প্রতিষ্ঠান সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে মহাজোট সরকারের বিগত দু'বছরের কার্যকালে সরকারের প্রতিশ্রুতি পালনে এলজিইডি নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন

সড়ক নেটওয়ার্কে গ্রাম-ইউনিয়ন-উপজেলা ও জেলা সদরকে সংযুক্ত করার প্রতিশ্রুতি নির্বাচনী ইশতেহারে রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সরকারের নীতিমালা অনুযায়ী এলজিইডি গ্রাম, ইউনিয়ন এবং উপজেলাকে সড়কপথে সংযুক্ত করার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এলজিইডি বর্তমানে একটি অনুমোদিত মাষ্টার প্লান অনুসরণ করছে যাতে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে বিভিন্ন ক্যাটাগরীর সড়ক নির্মাণের বছরওয়ারী একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা রয়েছে। বর্তমানে এলজিইডি সড়ক নির্মাণ সম্পর্কিত ৪২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বিগত দু'বছরে এলজিইডি প্রায় ১,৫২০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩,২৪০ কিলোমিটার উপজেলা সড়ক, প্রায় ১,১৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২,৯৩৮ কিলোমিটার ইউনিয়ন সড়ক ও প্রায় ৫৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে ২,১২২ কিলোমিটার গ্রাম সড়ক নির্মাণ করেছে। বর্তমান অর্থবছরে বিভিন্ন ক্যাটাগরীর আরো ৩,৮৫৪ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন কাজ চলমান আছে। উক্ত সড়কসমূহে প্রায় ৭৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪০,৫২০ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে এবং ১৪,৭০০ কিলোমিটার রাস্তা মেরামত ও সংরক্ষণে প্রায় ১,৩২০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

একই সময়ে এলজিইডি প্রায় ১২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৫,২০০ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করেছে। বর্তমান অর্থবছরে আরো ৬,৪৫০ কিলোমিটার সড়ক এবং ২০,৮০০ মিটার ব্রীজ/কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান আছে।

দারিদ্র্য ঘুচাও, বৈষম্য রুখো

নির্বাচনী ইশতেহারে অন্যান্যের মধ্যে গ্রামীণ অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান এবং আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ঋণ ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ২০১৩ সালের মধ্যে দারিদ্র্য সীমা ২৫ শতাংশে এবং চরম দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছে। এলজিইডি শ্রমঘন

ভৌত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে বিধায় এর পল্লী ও নগর উন্নয়ন প্রকল্পগুলি দরিদ্র জনসাধারণের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অত্যন্ত সফল। ইশতেহারে বর্ণিত এ সম্পর্কিত অঙ্গীকার এবং রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এলজিইডি বিগত দু'বছরে পল্লী এলাকায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রত্যক্ষভাবে ২,৭০৭ লক্ষ জনদিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া, একই সময়ে পল্লী এলাকায় ক্ষুদ্র-ঋণ হিসাবে বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে এলজিইডি প্রায় ১০৩ কোটি টাকা বিতরণ করেছে। নগর উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনেও এলজিইডি ক্ষুদ্র-ঋণ বিতরণ করে থাকে, বিগত দু'বছরে যার পরিমাণ প্রায় ৪৭ কোটি টাকা। আত্মকর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রমকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহিতাদের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যা তাদের পারিবারিক আয় বাড়িয়ে ঋণের কিস্তি নিয়মিত পরিশোধের পাশাপাশি তাদেরকে স্বাবলম্বী তথা পারিবারিক স্বচ্ছলতা প্রদানে সহায়ক হচ্ছে। এছাড়া, নিয়োগকৃত শ্রমিকদের আয় থেকে সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠনে এলজিইডি প্রবর্তিত প্রক্রিয়া বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকান্ডে বিনিয়োগের ব্যাপারে শ্রমিকদের জন্য বাড়তি সুযোগ সৃষ্টি করছে।

'খাস জলাশয় ও জলমহাল প্রকৃত মৎস্যজীবিদের বন্দোবস্ত দেয়া হবে' ইশতেহারের এ প্রতিশ্রুতির সূত্রে এলজিইডি'র 'সুনামগঞ্জ কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প'টি সুনামগঞ্জ এলাকায় বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিগত দু'বছরে ২৬১টি জলমহাল ৫,৯৪৯ জন প্রকৃত মৎস্যজীবি পরিবারকে ১০ বছর মেয়াদে ইজারা দিয়েছে। আগামী ২০১৩ সালের মধ্যে অভীষ্ট দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ৩০০টি বিল দীর্ঘ মেয়াদে হস্তান্তরে এলজিইডি সফলতা আশা করে।

কৃষি, পল্লী উন্নয়ন, পরিবেশ ও পানি সম্পদ রক্ষা

সবার জন্য খাদ্য নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ, ২০১৩ সালের মধ্যে দেশকে পুনরায় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করণ, ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, নদী খনন, পানি সংরক্ষণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বনাঞ্চল রক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্বাচনী ইশতেহার এবং রূপকল্পের অন্তর্ভুক্ত। বিগত দু'বছরে ভূউপরিস্থ পানি ব্যবহার করে ৭৫টি পানি সম্পদ উপপ্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৪৫,০০০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, পানি সংরক্ষণ, সেচ সুবিধা ও সেচ এলাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে বিগত দু'বছরে মোট ১৮৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৯৫ কিলোমিটার বাঁধ উন্নয়ন ও পুনঃনির্মাণ, ৩৭০ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন এবং ১২০টি পানি নিয়ন্ত্রক অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত অথবা পুনর্বাসন করা হয়েছে। পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে এলজিইডি কর্তৃক গৃহীত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি রীতিমত সাড়াজাগানো একটি ব্যাপক কার্যক্রম। সড়কের উভয় পাশে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ কার্যক্রমকে নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের সাথে যুক্ত করে একটি সমন্বিত কর্মকান্ড হিসাবে এলজিইডি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। ফলে রাস্তার ভাঙ্গন রোধসহ বৃক্ষ উৎপাদনের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে এটি একটি যুগান্তকারী প্রক্রিয়া। প্রতিটি প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশগত বিষয়াদি রক্ষণার্থে এলজিইডি ৫টি আঞ্চলিক এবং ২১টি ভ্রাম্যমাণ পরিবেশ সম্পর্কিত ল্যাবরেটরী পরিচালনা করছে। বিগত দু'বছরে এলজিইডি ২৮,৮৪,২৪৭টি গাছের চারা রোপণ করে যার মধ্যে ২৫,৭৬,৫০৯টি চারা জীবিত আছে অর্থাৎ জীবিত চারার হার ৮৯ শতাংশেরও অধিক। বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি বিগত দু'বছরে ১৭,৬৮০টি লেট্রিন এবং ১০,৫১০টি নলকূপও স্থাপন করেছে। এরূপ কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে এলজিইডি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

অনগ্রসর অঞ্চলের উন্নয়ন

অনগ্রসর অঞ্চল উন্নয়নের অংশ হিসাবে এলজিইডি এ সরকারের দু' বছরে বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলায় প্রায় ১৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৪৮ কিলোমিটার সড়ক এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে ১,৮৮০ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ করেছে। এছাড়া এলজিইডি'র বেশ কিছু প্রকল্পে অনগ্রসর এলাকা হিসেবে মঙ্গাপীড়িত অঞ্চল, হাওর-বাওড় ও চর এলাকাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ সব এলাকায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং ঋণ কর্মসূচি প্রবর্তনের মাধ্যমে দরিদ্র উপকারভোগীদের স্বাবলম্বী করার পদক্ষেপ নেয়া হয়। বর্তমানে এলজিইডি এ ধরনের ৫টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে যার প্রকল্প ব্যয় ১,৮৩৮ কোটি টাকা। Urban Partnership for Poverty Reduction শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩০টি শহরের শহরতলীর ৪,৬৪,১৮৬ টি দরিদ্র পরিবারের জীবনমান উন্নয়নের কর্মসূচি এলজিইডি হাতে নিয়েছে। বিগত দু'বছরে এ প্রকল্পের আওতায় ৮৭,৩৭০ মিটার ফুটপাথ এবং ৩৩,০৮৭ মিটার ড্রেন নির্মাণ করা হয় এবং ১৭,৬৮০ টি সেনিটারী লেট্রিন ও ৩,০৮৬ টি নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। একই সাথে বস্তিবাসীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণসহ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, নোয়াখালী এবং লক্ষ্মীপুর জেলার চরাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য এলজিইডি ৩টি সুনির্দিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে এবং এগুলোর অধীনে বিগত দু'বছরে ৪৪৮ কিলোমিটার উপজেলা/ইউনিয়ন সড়ক, ৪৪ টি হাট-বাজার এবং ১২টি ঘাট নির্মাণ করেছে। হাওর অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সুনামগঞ্জ জেলায় এলজিইডির একটি প্রকল্প রয়েছে। বিদ্যমান প্রাকৃতিক সম্পদকে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কাজে ব্যবহারের জন্য এ জেলার ৯০,০০০ পরিবারের সমন্বয়ে প্রায় ৩,০০০ গ্রাম সংগঠন গঠন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নসহ সদস্য পরিবারগুলোকে প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের সফলতার ভিত্তিতে হাওর অঞ্চলের ৫ জেলায় একটি নতুন প্রকল্প শীঘ্রই চালু হতে যাচ্ছে। রাজশাহী বিভাগের সমতল ভিত্তিক আদিবাসী এবং ঢাকা ও সিলেট বিভাগের বনভিত্তিক ২৫ লক্ষ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে এলজিইডি'র ২টি প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে। এ দু'টি প্রকল্পের মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ এবং ক্ষুদ্র-ঋণ ব্যবহার কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

মানব উন্নয়ন

দক্ষ, অভিজ্ঞ, ইতিবাচক দৃষ্টি-সম্পন্ন জনবল সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিগত দু'বছরে এলজিইডি একটি গতিশীল কারিগরী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পালন করেছে। এলজিইডি তার নিজস্ব জনবল ছাড়াও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, ঠিকাদার, উপকারভোগী ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠীকেও প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়। বিগত দু'বছরে এলজিইডি ৫৪০টি কোর্সে ২১,২৮৯টি ব্যাচে ৬,৮৯,৬২৬ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ১৪,২৩,২৯২ প্রশিক্ষণ-দিবসের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের শতকরা প্রায় ৮৪ ভাগই উপকারভোগী, ১০ ভাগ শ্রমিক, ৩ ভাগ পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদসমূহের জনপ্রতিনিধি/ষ্টাফ এবং মাত্র ৩ ভাগ এলজিইডি'র ষ্টাফ।

এছাড়া প্রতি বছর এলজিইডি'র জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং তাদের জ্ঞানকে সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে বেশ কিছু দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। বিগত দু'বছরে এলজিইডি'র ১৫৩ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিদেশে প্রশিক্ষণ লাভ করে লব্ধ জ্ঞান এলজিইডি'র কর্মকান্ড পরিচালনায় কাজে লাগাচ্ছে।

দুর্নীতি রোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা

গুণগত মানসম্পন্ন ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পাদনপূর্বক প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এলজিইডি বিগত দু'বছরে পত্রিকায় প্রকাশিত অভিযোগসমূহের যথাযথ পর্যালোচনা ও তদন্ত, মন্ত্রণালয় এবং এলজিইডি পর্যায়ের বিভিন্ন তদন্ত টীম এবং এলজিইডি'র ঊর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক পরিচালিত তদন্তের ভিত্তিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, নির্মাণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য এলজিইডি'র নিজস্ব মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীর সময়মত সঠিক ব্যবহার ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলাজনিত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এর দুর্নীতি বিরোধী ব্যবস্থা জোরদার করেছে। এরই অংশ হিসাবে বিগত দু'বছরে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত ২৯২টি অভিযোগপূর্ণ সংবাদের সত্যতা যাচাইপূর্বক ৩০টি প্রমাণিত অভিযোগের ক্ষেত্রে এলজিইডি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এছাড়া, পরিদর্শন টীম এবং এলজিইডি কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নিরীক্ষিত ৩,৩৮৮টি স্কীমের মধ্যে ত্রুটিপূর্ণ চিহ্নিত ১,১৪০টি স্কীম সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশাসনিক শৃঙ্খলাজনিত কারণে এ দু'বছরে ৪ জনকে চাকুরী থেকে অব্যাহতি দেয়া হয় এবং ১৬২টি বিভাগীয় মামলা রুজু করার প্রেক্ষিতে ৯৭টি মামলা নিষ্পত্তির মাধ্যমে ২৪ জনকে বিভিন্ন মাত্রার শাস্তি প্রদান করা হয়। এলজিইডিতে কাজের গুণগত মান রক্ষার জন্য নিয়মিত সম্পাদিত কাজের ল্যাবরেটরী পরীক্ষা করা হয়। এ জন্য কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১টি, আঞ্চলিক পর্যায়ে ১০টি এবং জেলা পর্যায়ে ৫৪টি মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী রয়েছে, কার্যকর এবং ফলপ্রসূ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে এগুলো

সম্পাদিত কাজের গুনগত মান রক্ষার্থে সদা নিয়োজিত রয়েছে। দুর্নীতির ক্ষেত্র বন্ধে এলজিইডি তথ্য প্রযুক্তির আশানুরূপ ব্যবহারেও সচেষ্ট রয়েছে। এর অংশ হিসাবে GIS Mapping এবং Road Inventory হালনাগাদকরণ এবং Software আধুনিকায়ন করা হয়েছে। এলজিইডি Accounting, Water Billing, Tax Management, Trade License ইত্যাদির উপর সফটওয়্যার তৈরী করে ১৩৩টি পৌরসভায় সরবরাহ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে, পৌরসভাসমূহ এ সব সফটওয়্যার ব্যবহার করছে। এছাড়াও আগামী ফেব্রুয়ারী'২০১১ তে ৪টি জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে ই-প্রকিউরমেন্ট চালু করার যাবতীয় আয়োজন এলজিইডি সম্পন্ন করেছে।

এলজিইডি'র সার্বিক কর্মকান্ডে আরও গতিশীলতা আনয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আরও শক্তিশালী করে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিশেষ সহানুভূতিশীল। তাই সরকার ন্যূনতম সময়ে এলজিইডি'র সদর দপ্তরে ১ জন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, অঞ্চল পর্যায়ে ৪ জন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং ২ জন নির্বাহী প্রকৌশলীর নতুন পদ সৃষ্টি, ৫৬ জনকে নির্বাহী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান, প্রকল্পে কর্মরত ১৩১ জন সহকারী প্রকৌশলীকে নিয়মিতকরণ, ২ জন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ১১ জন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং ৪৬ জন কর্মকর্তাকে নির্বাহী প্রকৌশলী পদে চলতি দায়িত্ব প্রদান, ২৬৭ জনকে সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী/উপজেলা প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি, ২৫৮ জন সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী/উপজেলা প্রকৌশলীকে বেতন স্কেলের ৫ম সিলেকশন গ্রেডে প্রদান, ৩৫ জন সহকারী প্রকৌশলী/উপজেলা সহকারী প্রকৌশলীকে ৭ম গ্রেডে সিলেকশন গ্রেড প্রদান, সহকারী প্রকৌশলীর ১৪টি শূন্য পদ পূরণের নিমিত্তে পিএসসি কর্তৃক সুপারিশ প্রদান, ১০৭টি সার্ভেয়ার এবং ১০৭টি ইলেকট্রিশিয়ান পদে নিয়োগ, ৮৮টি উপ-সহকারী প্রকৌশলীর পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ এবং ১০০ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী থেকে উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতির অনুমোদন প্রদান করে। এ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের এ অনুমোদন নিশ্চিতভাবেই মানব উন্নয়নে সুচিন্তিত ও উন্নয়ন বান্ধব বাস্তব পদক্ষেপ।

নারীর ক্ষমতায়ন

বর্তমান সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে 'নারী-পুরুষের সমান সুযোগ/দিন বদলের অগ্রযাত্রায় উন্নয়নের অঙ্গীকার' এ স্লোগান গুরুত্বের সংগে উচ্চারিত হয়েছে - এক্ষেত্রে এলজিইডি এক অগ্রপথিক। এলজিইডি'র কার্যক্রমে জেন্ডারকে মূল ধারায় প্রতিষ্ঠিত করতে এবং এলজিইডি ব্যবস্থাপনাকে নীতি নির্ধারক পরামর্শ প্রদানের জন্য একটি জেন্ডার ফোরাম রয়েছে। এ ফোরামের ২০০৮-২০১৫ মেয়াদে সেক্টর ভিত্তিক জেন্ডার

সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা রয়েছে। এক্ষেত্রে এলজিইডি'র সেক্টর ভিত্তিক কার্যক্রম বেশ ব্যাপক। এ কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের নারী সদস্যদের বিভিন্ন উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণ, নারী বিপণী কেন্দ্রের দোকানগুলো শুধুমাত্র নারী ব্যবসায়ী দ্বারা পরিচালন, বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি, প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার বিভিন্ন কমিটিতে নারীদের সভাপতি/সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্তি, প্রকল্প পৌরসভায় ১ জন মহিলা কাউন্সিলরকে অন্তর্ভুক্ত করে জেন্ডার কমিটি গঠন এবং কমিটিতে ৪৭% মহিলা নির্বাচন, প্রকল্পভূক্ত পৌরসভায় ১/৩ ভাগ নারী সদস্যসহ নগর সমন্বয় কমিটি এবং ৪০% নারী সদস্য নিয়ে ওয়ার্ড কমিটি গঠন, সিবিও'র ১২ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী কমিটিতে ১/৩ ভাগ নারী সদস্য নেয়া, পানি সম্পদ সেক্টরের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উপ-কমিটিতে কমপক্ষে ৩ জন মহিলা সদস্য রাখা, প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে নারী শ্রমিকদল নিয়োগের মাধ্যমে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ এবং বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যার কাজ পরিচালন, ৯টি উপজেলার ১৫৮টি কেন্দ্রে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি, নারী মানব অধিকার, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে ৪ মাস ব্যাপী ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান এবং দুঃস্থ, গরীব ও ভূমিহীন নারীদের ক্ষুদ্র-ঋণ প্রদান। প্রত্যেক পানি সম্পদ উপ-প্রকল্পে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিতে মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ নারী যারা সক্রিয় এবং নিয়মিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমিতির কাজ পরিচালনায় অবদান রাখছেন। দেশের অনগ্রসর চরাঞ্চল, হাওর অঞ্চল এবং শহরতলীর বস্তি অঞ্চলে নারীদের সংগঠিত করে কারিগরী ও সামাজিক দক্ষতা উন্নয়ন ও আয়বর্ধক কর্মসূচির প্রশিক্ষণ প্রদান করে এলজিইডি নারীদেরকে স্বাবলম্বী করার প্রচেষ্টা নিয়েছে। বিগত দু'বছরে প্রায় ৬ লক্ষ নারীকে এ ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত থেকে বিগত দু'বছরে অবকাঠামো উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজে প্রায় ৯৮,০০০ জন নারী শ্রমিক প্রায় ৬১১ লক্ষ কর্মদিবস কাজ করেছে। কাজের গুণগত মান বজায় রাখতে তাদের ৩ দিনের এবং চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের মহিলা সদস্যদের আয়কে স্থায়ী আয়ে পরিণত করে পারিবারিক দারিদ্র্য নিরসনের উদ্দেশ্যে আয়-বৃদ্ধি কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও এলজিইডি'র প্রত্যেক জেলা অফিসে অনুষ্ঠিত মাসিক সভায় জেন্ডার বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা, জেলার এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরের মহিলাদের ব্যবহারের জন্য একটি পৃথক টয়লেট রাখা, এলজিইডি'র সকল পর্যায়ে জেন্ডার বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ/কর্মশালার আয়োজন, এলজিইডি'র সদর দপ্তরে একটি ডে-কেয়ার স্থাপনের মাধ্যমে এলজিইডি'র মহিলা ষ্টাফদের ০-৬ বছরের ২৬ জন শিশু পরিচর্যার বন্দোবস্ত ইত্যাদি পদক্ষেপ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারের অন্তর্ভুক্ত নারী ক্ষমতায়ন বিষয়ক অঙ্গীকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। বিগত ৮ই মার্চ ২০১০ এলজিইডি কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক নারী দিবসে 'Gender Institutionalization in LGED' বিষয়ের উপর অনুষ্ঠিত সেমিনারে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এম.পি প্রধান অতিথির পদ অলংকৃত

করেন এবং সেমিনার শেষে এলজিইডি প্রকল্পে কাজ করে যেসব নারী স্বাবলম্বী হয়েছেন এঁদের মধ্যে সর্বাধিক সফল ৯ জন কৃতী মহিলাকে ক্রেস্ট, সনদপত্র এবং নগদ অর্থের পুরস্কার প্রদান করেন।

স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালীকরণ

স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮ এ ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি ইউনিয়ন সদরকে স্থানীয় উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা এবং সিটি কর্পোরেশন ও অন্যান্য পৌরসভাগুলোর সেবা ও নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এরই অংশবিশেষ। ইউনিয়ন পরিষদগুলিকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করার ক্ষেত্রে 'একই ছাদের নীচে সকল সেবা' প্রদানের জন্য অবকাঠামো হিসাবে ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ এক্ষেত্রে একটি অন্যতম পদক্ষেপ। এ অবকাঠামো ৭টি সরকারী দপ্তরসহ ইউনিয়ন পরিষদ দপ্তরকে সমৃদ্ধ করেছে। এর ফলে সরকারের বিভিন্ন সেবা একই জায়গা থেকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া সহজ হয়েছে। বর্তমান সরকারের বিগত দু'বছরের সময়কালে এলজিইডি সফলভাবে ৬২২টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেছে এবং ৩৮৬টি ইউপি কমপ্লেক্সের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

শহর এলাকার অবকাঠামোগত সুবিধাদির অপ্রতুলতা দূরীকরণে বিগত দু'বছরে এলজিইডি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে এলজিইডি উপজেলা শহর, জেলা শহর এবং কয়েকটি সিটি কর্পোরেশনে ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি প্রদান করা ছাড়াও সেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। নির্বাচিত ৩০টি পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, টাউন সেন্টার নির্মাণ, ড্রেনেজ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, সেনিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি কর্মসূচিসমূহ বর্তমানে চালু আছে। বিগত দু'বছরে ৯২ কোটি টাকায় ২৬৬ কিলোমিটার রাস্তা, ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৯৪ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট, ৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৪৩ কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ, ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩ টি বাস টার্মিনাল নির্মাণ এবং ২৮.৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩০ টি টাউন সেন্টার নির্মাণ করা হয়। তাছাড়া ১,৮৭৬ কিলোমিটার রাস্তা, ১২৪ কিলোমিটার ড্রেন এবং ৭৫১ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন কাজে ৫০২ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ক্রমান্বয়ে অন্যান্য পৌরসভাতে একইভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে। ২৩৩টি পৌরসভায় ডিজিটাল মাষ্টার প্লান প্রণয়নের কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশের সকল উপজেলা সদর ও বর্ধিত শিল্প কেন্দ্রগুলিকে শহর ও উপ-শহর রূপে গড়ে তোলার উদ্যোগ হিসাবে বর্তমানে দু'টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং আরও দু'টি প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়ে আছে।

শিক্ষা

২০১০ সালের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ১০০ শতাংশ, ২০১৪ সালে নিরক্ষরতা সম্পূর্ন দূরীকরণ, শিক্ষার মানোন্নয়ন, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন প্রজন্ম গড়ে তোলাসহ অন্যান্য উদ্যোগের রূপকল্প সরকারের ইশতেহারে বর্ণিত হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভৌত অবকাঠামো হিসাবে প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ সর্বাগ্রে প্রয়োজন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণে বিগত দু'বছরে প্রায় ২০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১,৬২৯টি বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ, ৮৪২টির ক্ষেত্রে ৩ কক্ষ সম্প্রসারণ, ৬,৭১১ টির ক্ষেত্রে ২ কক্ষ সম্প্রসারণ এবং ৮৪টি উপজেলা রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ কিংবা পুনঃনির্মাণ করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ৭,৩২৫টি আর্সেনিকমুক্ত নলকূপ বসানো হয়েছে। এছাড়া ৪টি জেলা প্রাথমিক এবং ৩৮টি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস নির্মিত হয় এবং সিডর বিধ্বস্ত এলাকায় ১৬৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করা হয় এবং ৪৮ টি সাইক্লোন সেল্টার কাম প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করা হয়।

তথ্য প্রযুক্তি

তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের প্রতি বর্তমান সরকার অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। এক্ষেত্রে এলজিইডি'র দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ইতিবাচক। এলজিইডি'র GIS এবং MIS Unit বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির নিত্য নতুন ব্যবহারে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। বিগত দু'বছর সময়ে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের অংশ হিসাবে এলজিইডি কর্তৃক Dynamic Segmentation এর মাধ্যমে ৪৬০টি উপজেলা সড়কের GIS Database হালনাগাদ করা হয়েছে, দেশের ২৫টি উপজেলায় পাইলট ভিত্তিক গ্রামীণ অবকাঠামোর Disaster Database তৈরী করা হয়েছে এবং ১৩৩টি পৌরসভার আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার ব্যাপক উন্নয়নকল্পে ৫টি সফটওয়্যার প্রদান করা হয়েছে। ৪টি জেলায় e-Procurement (e-GP) পরীক্ষামূলকভাবে চালুর করা হবে, ২৩৩টি পৌরসভার ডিজিটাল মাষ্টার প্লান প্রণয়নের কাজ চলছে এবং সকল জেলা ও উপজেলা ম্যাপ এবং Databse এলজিইডি'র Web Portal এ যুক্ত হতে যাচ্ছে।

এলজিইডি'র সাফল্য ও অঙ্গীকার

এলজিইডি'র অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং ত্বরিত কার্যসম্পাদনের ক্ষমতার উপর আস্থা রেখে সরকার বহুল আলোচিত বিডিআর সদর দপ্তর, পিলখানায় নৃশংস হত্যাকান্ডের সুষ্ঠু বিচার পরিচালনার জন্য অস্থায়ী আদালত ভবন নির্মাণ কাজের দায়িত্ব এলজিইডিকে প্রদান করে যা এলজিইডি সুনামের সংগে ন্যূনতম সময়ে সম্পন্ন করেছে।

বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে এলজিইডি বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ এর সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হয়েছে যা জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করেছে। এ ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকারের ২য় বছরে এলজিইডি ৩৩টি প্রকল্পের বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনে সক্ষম হওয়ায় সরকার থেকে প্রশংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের বিগত দু'বছরে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এলজিইডিকে ৪টি প্রকল্প বাস্তবায়নে সফলতার স্বীকৃতি স্বরূপ Best Performing Award প্রদান করে।

জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের বিগত দু'বছর এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এ সময়ে এলজিইডি বিভিন্ন গ্রামীণ এবং নগর ভিত্তিক ভৌত উন্নয়ন এবং সেবামূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে যার প্রতিটিই আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮ তথা রূপকল্প ২০২১ এর নিরিখে দেশের দুঃস্থ জনগণের সেবায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি তথা দারিদ্র্য নিরসনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। আগামীতেও এ কর্মকান্ড উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও সফলতা পাবে। বর্তমান সরকারের দেশ ও দশের সেবায় প্রণীত রূপকল্প ২০২১ সম্বলিত ইশতেহার এবং রূপকল্পের বিভিন্ন কর্মসূচি ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আগামীতেও সুস্পষ্ট এবং কার্যকর উদ্যোগ নিতে এলজিইডি দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ।

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন

ক্রমিক নং	অবকাঠামোর ধরণ	পরিমান
১	উপজেলা সড়ক	৩,২৪০ কিঃমিঃ
২	ইউনিয়ন সড়ক	২,৯৩৮ কিঃমিঃ
৩	গ্রাম সড়ক	২,১১২ কিঃমিঃ
৪	ব্রিজ / কালভার্ট	৪০,৫২০ মিঃ
৫	গ্রোথ-সেন্টার / হাট-বাজার	৫৬৭ টি
৬	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন	৬২২ টি
৭	ঘাট/জেটি	১,২২০ টি
৮	পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ/ পুনর্বাসন	২১,৩৫০ কিঃমিঃ
৯	ব্রিজ/কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ/ পুনর্বাসন	১৫,২৪৫ মিঃ
১০	উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন	১০ টি

প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো উন্নয়ন

ক্রমিক নং	অবকাঠামোর ধরণ	সমাপ্তকৃত (সংখ্যা)	চলমান (সংখ্যা)
১	বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ / সম্প্রসারণ	১,১৭৪	৪,৭৮৮
২	উপজেলা রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ	১	৫
৩	উপজেলা রিসোর্স সেন্টার মেরামত	৩৩	-
৪	উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস নির্মাণ	-	১
৫	পাহাড়ী জেলার ছাত্র/ছাত্রীর হোস্টেল নির্মাণ	-	১০
৬	সিডর প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ / সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ	-	৪
৭	স্কুল / বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ	২২	৫৪

পানি সম্পদের উন্নয়ন

ক্রমিক নং	পানি সম্পদের ধরণ	পরিমান
১	উপ-প্রকল্প অবকাঠামো নির্মাণ এবং পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠন	৭৫ টি (৪৫,০০০ হেক্টর জমি)
২	বাঁধ	২৭২ কিঃমিঃ
৩	স্লুইস গেট নির্মাণ / পুনর্বাসন	২৪৬ টি
৪	খাল পুনঃখনন	৪৫৪ কিঃমিঃ
৫	পাকা সেচ নালা	৫৪০ মিঃ
৬	ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা	১০৩ কিঃমিঃ

নগর অবকাঠামো উন্নয়ন

ক্রমিক নং	অবকাঠামোর ধরণ	পরিমান
১	রাস্তা নির্মাণ	২৬৬ কিঃ মিঃ
২	ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ	৩৯৪ মিঃ
৩	ড্রেন নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ	২৪৩ কিঃ মিঃ
৪	কমিউনিটি ল্যাট্রিন/স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণ	১৬২ টি
৫	নলকূপ স্থাপন	৯৯ টি
৬	বাস টার্মিনাল নির্মাণ	৩ টি
৭	টাউন সেন্টার নির্মাণ	৩০ টি
৮	বস্তি উন্নয়ন/পুনর্বাসন	৩৯৮০০ টি পরিবার
৯	রক্ষণাবেক্ষণ/বন্যা পুনর্বাসন (রাস্তা)	১,৮৭৬ কিঃ মিঃ
১০	রক্ষণাবেক্ষণ/বন্যা পুনর্বাসন (ব্রিজ/কালভার্ট)	৭৫১ মিঃ
১১	রক্ষণাবেক্ষণ/বন্যা পুনর্বাসন (ড্রেন)	১২৪ কিঃ মিঃ